অভ্র

Keyboard
Phonetic
Mouse

User Manual

User Manual

for

Avro Keyboard 3.1

Author: Mehdi Hasan

Revised Edition – 20th February, 2006
First Edition – 9th February, 2006

Avro Keyboard: http://www.omicronlab.com/avrokeyboard/
Online Forum: http://www.omicronlab.com/forum/
OmicronLab: http://www.omicronlab.com/
Author: mhasan@omicronlab.com

Copyright © OmicronLab. All Rights Reserved.

আমি প্রথমেই ধারণা করে নিচ্ছি ওয়েব পেজ (Web page) তৈরীর ব্যাপারে আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। বাংলা ওয়েব পেজ কিভাবে তৈরী করতে হয় আমি সে আলোচনায় যাব না, অভ্র কীবোর্ড এবং মাইক্রোসফট ফ্রন্টপেজ (FrontPage) এক্সপি (অথবা পরবর্তী এডিশন) ব্যবহার করে যে কেউ মুহূর্তের মধ্যে বাংলা ওয়েবপেজ ডিজাইন করতে পারবেন। আমি এখানে বাংলার ওয়েব পেজ তৈরীর সাথে সম্পর্কিত Technical কতগুলো বিষয়গুলো নিয়ে বলব যেগুলো নিয়ে অধিকাংশ ওয়েব ডেভেলপারই দ্বিধায় ভোগেন।

বাংলা ওয়েব পেজ বানানোর পরিকল্পনা করার আগে আপনার কতগুলো বিষয় নিয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত, যেমনঃ

১) আপনার ভিজিটর কারা, মূলতঃ কাদের জন্য আপনি সাইটটি ডেভেলপ করছেন,
২) পুরো ওয়েবসাইটের ঠিক কতটুকু অংশে বাংলা থাকছে, এবং
৩) কি উদ্দেশ্যে ওয়েবসাইটে আপনি বাংলা দেখাবেন।

এরপর পরিকল্পনা, এই ধাপে চিন্তা করুন-

১) ওয়েবসাইটে বাংলা কিভাবে দেখাবেন, আসকি (ASCII) এনকোডিং (Encoding) নাকি ইউনিকোড (UNICODE) এনকোডিং এ,
২) ফন্ট নিয়ে কি করবেন, ফন্ট এমবেড (Embed) করবেন যাতে ভিজিটরের কম্পিউটারে ফন্টটি ইন্সটল না থাকলেও তিনি সাইট দেখতে পারেন, নাকি ফন্ট ডাউনলোড করে দেখার ব্যবস্থা করবেন।
৩) উপরের দুইটি ধাপ নিয়ে চিন্তা না করে আপনি হয়ত বাংলা দেখানোর জন্য সরাসরি ইমেজ (Image) ব্যবহার করার কথাও ভাবতে পারেন।

এবার আমি ওয়েবপেজে বাংলা দেখানোর জন্য প্রচলিত সবগুলো পদ্ধতির ব্যাখ্যা করছি, সেই সাথে পদ্ধতিগুলোর সুবিধা এবং অসুবিধা। এভাবে আপনি আপনার উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়সাধন করে সঠিক পদ্ধতিটি বেছে নিতে পারবেন।

পদ্ধতি ১: ছবি (**Image**) ব্যবহার করে বাংলা লেখা প্রদর্শন করাঃ

সুবিধাঃ

১) আপনাকে এনকোডিং, ফন্ট, ভিজিটরের প্লাটফরম (Platform), ব্রাউজার (Browser) ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ঠিক যেভাবে আপনি বাংলা লিখবেন, যে কোন ভিজিটর, যে কোন অপারেটিং সিস্টেম,যে কোন ব্রাউজার ব্যবহার করে আপনার সাইটটি সেভাবেই দেখতে পাবেন।

২) ডেভেলপমেন্টের ঝামেলা কমে যায় দেখে খরচ কম হবে।

অসুবিধাঃ

১) ইমেজ বেশি বড় হলে ফাইল সাইজ বেড়ে যায়, ফলে পেজ লোড (**Load**) হতে সময় লাগে বেশি। ব্যাপারটি আপনার ভিজিটরের বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে, এমনকি ভবিষ্যতে হয়ত তিনি আপনার সাইটে আসতে আর উৎসাহবোধ করবেন না।

২) আপনার সাইটটি সার্চ ইঞ্জিনগুলো (**Search Engine**) পড়তে পারবে না, ফলে কেউ সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে আপনার সাইটের বিষয়ও যদি কেউ খুঁজেন তবে আপনার সাইটটি পাবেন না।

৩) ইমেজ তৈরী করার ফলে আপনার সাইটের লেখাগুলো আবার ব্যবহার করার উপযোগী থাকে না, এবং প্রাথমিকভাবে সাইট তৈরীর খরচ কম হলেও দেখা যায় **Upgrade/Update** করার সময় খরচ আসলে বেশি পড়ে।

মন্তব্যঃ খুব ছোট ক্ষেত্রে বাংলা দেখানোর জন্য (যেমন ছোটখাট লেবেল, বাটন ইত্যাদি) আপনি ছবি ব্যবহার করতে পারেন। অন্যথায় এটি পরিত্যাগ করা উচিত।

পদ্ধতি ২: Adobe Acrobat (Portable Document Format - PDF) ফরমেট ব্যবহার করে বাংলা দেখানোঃ

সুবিধাঃ

১) আপনি যেকোন ধরণের উন্নতমানের **Formatting** ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রেও আপনাকে এনকোডিং, ফন্ট, ভিজিটরের প্লাটফরম (Platform), ব্রাউজার (Browser) ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

২) Adobe Acrobat Reader সফটওয়্যারটি ব্রাউজার এর ভেতর প্লাগ-ইন হিসেবে চলতে সক্ষম, অর্থাৎ সরাসরি ব্রাউজার থেকেও ভিজিটর আপনার বাংলা লেখা দেখতে পারবেন, এবং চাইলে সংরক্ষণ করে পরেও দেখতে পারবেন।

অসুবিধাঃ

১) Adobe Acrobat Reader সফটওয়্যারটি ভিজিটরের কম্পিউটারে ইন্সটল থাকতে হবে।

২) এক্ষেত্রেও ফাইল সাইজ তুলনামূলক ভাবে বড় থাকে।

মন্তব্যঃ মূলত **Off-line content** (যেমন আপনার কোম্পানীর পরিচিতি, আপনার কোন পণ্যের বর্ণনা অথবা ব্যবহারবিধি ইত্যাদি) প্রদর্শনের জন্য এই পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারেন। সত্যিকার অর্থে বাংলা ওয়েবপেজ এভাবে বানানো সম্ভব নয়।

পদ্ধতি ৩: সরাসরি বাংলা লেখা প্রদর্শন করাঃ

এবার আপনাকে ভাবতে হবে এনকোডিং নিয়ে, ফন্ট এমবেড করা নিয়ে পরে আলোচনা করছি।

আসকি (**ASCII**) এনকোডিং ব্যবহার করাঃ

বিজয়, প্রশিকা, আলপনা ইত্যাদি সফটওয়্যার ব্যবহার করে আপনি আসকি ভিত্তিক বাংলা ওয়েব সাইট তৈরী করতে পারেন।

সুবিধাঃ

১) আপনাকে ভিজিটরের অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে ভাবতে হবে না, উইন্ডোজ ৯৫ থেকে শুরু করে পরবর্তী যেকোন এডিশনের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীরা আপনার সাইট দেখতে পাবেন।

২) ফন্ট এমবেড করা সহজ, কারণ এমবেড করা ফন্টের সাইজ ছোট হয়।

৩) অনেকদিন থেকে প্রচলিত বলে আপনি কম খরচে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করতে পারবেন, ফলে আপনার সাইট তৈরীতে খরচ কম হবে।

অসুবিধাঃ

১) আন্তর্জাতিকভাবে তুলনা করলে দেখবেন এসব সফটওয়্যারের ফন্টগুলো খুবই নিম্নমানের (ব্যতিক্রম আলপনা), এবং অনেক ক্ষেত্রেই ওয়েবসাইটে দেয়ার উপযোগী না। বিশেষ করে বিজয় বাংলা সফটওয়্যার দিয়ে কখনই ওয়েবপেজ তৈরী করা উচিত না, কারণ ডেভেলপ করার সময় আপনি কোন পার্থক্য দেখতে পাবেন না, কিন্তু ব্রাউজারে দেখতে গেলেই দেখবেন অনেক যুক্তাক্ষর ভেঙে গেছে।

২) এসব সফটওয়্যার যেহেতু ইংরেজী বর্ণের জায়গায় বাংলা বর্ণ বসানোর পদ্ধতিতে বাংলা দেখায়, আপনি কখনি আশা করতে পারবেন না সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে কেউ আপনার সাইটে আসবে, কেননা সার্চ ইঞ্জিনগুলো আপনার সাইট পড়ে হিজিবিজি কতগুলো ইংরেজী বর্ণ ছাড়া আর কিছু পাবে না।

বলে রাখার প্রয়োজন বোধ করছি যে বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনি আপনার সাইটে যত ভিজিটর আনতে পারবেন, তার চাইতে অনেকগুণ বেশি ভিজিটর আনা সম্ভব-

১) যদি সার্চ ইঞ্জিনগুলো আপনার সাইট তাদের সার্চ রেজাল্টে (**Search Result**) দেখায়, এবং

২) যদি সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে আপনার সাইটের রেটিং (**Rating**) বেশি থাকে।

রেটিং বেশি থাকলে একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কেউ সার্চ করলে আপনার সাইট প্রথম দিকে থাকবে, এবং ভিজিটর যেহেতু নিজের প্রয়োজনেই সার্চ করেছেন, তিনি আপনার সাইটে আসবেন। কিভাবে আপনার সাইটের রেটিং সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে বাড়াবেন জানতে চাইলে "**search engine marketing**" অথবা "**search engine optimization**" লিখে www.google.com এ সার্চ করুন।

৩) কোন নির্দিষ্ট নীতি মেনে এসব সফটওয়্যার তৈরী হয়নি, এককেক ডেভেলপার নিজের পছন্দ মত স্ট্যান্ডার্ড তৈরী করে নিয়ে তাদের সফটওয়্যার এবং ফন্ট ডেভেলপ করেছেন। এবং সম্ভবত বানানোর সময় এসব সফটওয়্যারের পরিকল্পনাকারীদেরও কারো ওয়েব নিয়ে মাথা ব্যাথা ছিলনা(ব্যতিক্রম আলপনা)! বিজয় বাংলা সফটওয়্যারে **ISO Standard** এর পরপন্থী কিছু অবস্থানে কয়েকটি বাংলা বর্ণ রাখা হয়েছে। ফলে যেসব সফটওয়্যার **ISO Standard** মেনে চলে (যেমন, ওয়েব ব্রাউজারগুলো, ঠিক যেটা আপনার দরকার) **Default Encoding** এ সেগুলো ওইসব বর্ণ দেখাতে পারে না।

৪) আপনি যে বাংলা ফন্ট দিয়ে ওয়েবপেজগুলোতে লিখবেন সেটি ভিজিটরের কম্পিউটারে ইন্সটল করা না থাকলে আপনার ওয়েবসাইট কোনভাবেই দেখা যাবে না। অর্থাৎ আপনাকে অবশ্যই ফন্ট এমবেড করতে হবে অথবা ডাউনলোড করে ওয়েবসাইট দেখার জন্য বলতে হবে।

৫) আপনার ওয়েবসাইট যদি ডাটাবেজ ব্যবহার করে তবে সত্যকার অর্থে আসকি এনকোডিং আপনার জন্য নয়!

মন্তব্যঃ আপনি যদি সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন যে আসকি এনকোডিং এ আপনার বাংলা ওয়েবসাইট প্রকাশ করবেন তবে আপনাকে আমরা আলপনা বাংলা সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার পরামর্শ দিব। এটির ফন্ট তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো এবং ওয়েব পেজ এ দেখানোর সময় যুক্তাক্ষরগুলো বিজয় বাংলা সফটওয়্যারের ফন্টের মত ভেঙে যায় না।

(লক্ষ করুন, আলপনা বাংলা সফটওয়্যারের ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানটি একে ইউনিকোড সমর্থিত বলে দাবি করলেও আমরা একে আসকি অংশে ফেলেছি, কেননা সত্যিকার অর্থে এটি ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে না। আলপনা বাংলা সফটওয়্যারের ফন্টগুলো অভ্র কীবোর্ডে ব্যবহার করার চেষ্টা করলেই আপনি এটি ধরতে পারবেন, ওইসব ফন্টদিয়ে অভ্র কীবোর্ড এ বাংলা যুক্তাক্ষর লেখা যায় না, কার/মাত্রা গুলো ঠিক মত অবস্থানে বসে না ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, আলপনা সফটওয়্যারটি ইন্সটল করার সময় এটি আপনার অপারেটিং সিস্টেমের অনেক ফাইল **Replace** করবে, যা পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি সফটওয়্যারটি **Uninstall** করলেও এই সমস্যা দূর হয় না, অনেক ক্ষেত্রে আপনাকে অপারেটিং সিস্টেম **Re-install** করতে হতে পারে। এ ব্যাপারে আগে থেকেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।)

ইউনিকোড (**Unicode**) এনকোডিং ব্যবহার করাঃ

সুবিধাঃ

১) আপনার ওয়েবসাইট সার্চ ইঞ্জিনগুলোর (যেমন http://www.google.com) ইন্ডেক্স উপযোগী হবে। অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইট যদি "বাংলাদেশ" বিষয়ক হয়, সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে কেউ বাংলায় "বাংলাদেশ" লিখে সার্চ করলে আপনার ওয়েবসাইট খুঁজে পাবেন! (এক্ষেত্রে আপনার ওয়েবসাইট সার্চ ইঞ্জিনগুলোর তালিকায় থাকতে হবে। ইন্টারনেটে অসংখ্য ওয়েবসাইট ফ্রি **Search Engine Submission** এর সুবিধা দেয়, খুঁজে দেখতে পারেন।)

২) আপনি যে ফন্ট দিয়ে ওয়েবপেজগুলোতে বাংলা লিখবেন, সেই ফন্ট ভিজিটরের কম্পিউটারে ইন্সটল না থেকে অন্য কোন ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা ফন্ট ইন্সটল থাকলেও তিনি আপনার সাইটটি দেখতে পারবেন! ব্যাপারটি অদ্ভুত শোনালেও সত্যি, কেননা ইউনিকোড ভিত্তিক সবগুলো বাংলা ফন্টই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে তৈরী হয়েছে।

আপনার ভিজিটর যদি উইন্ডোজ এক্সপি (সার্ভিস প্যাক ২) অথবা পরবর্তী অপারেটিং সিস্টেম (উইন্ডোজ ভিস্তা, এই ডকুমেন্ট লেখা পর্যন্ত বাজারজাত হয়নি) ব্যবহার করেন তবে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে **Vrinda** নামের একটি ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা ফন্ট তার কম্পিউটারে আছে, এটি উইন্ডোজের সাথেই ইন্সটল হয়।

৩) জনপ্রিয় সবগুলো ওয়েব ব্রাউজার (**Internet Explorer 5 or later, Opera, Firefox**) ইউনিকোড সাপোর্ট করে।

৪) অপারেটিং সিস্টেম (লিনাক্স, উইন্ডোজ ২০০০ এর পরের যে কোন এডিশন) লেভেলেই যেহেতু সাপোর্ট থাকে, তাই যে কোন ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যায়।

৫) আপনার ওয়েবসাইট যদি ডাটাবেজ ব্যবহার করে তবে পুরোপুরি সার্চিং/সর্টিং এর সুবিধায় আপনি ইউনিকোড দিয়ে ডাটাবেজ তৈরী করতে পারবেন, যেখানে শুধু বাংলা অথবা বাংলা এবং ইংরেজী অথবা অন্য কোন ভাষার ডাটা একসাথে রাখা সম্ভব।

৬) বাংলার জন্য এটাই যেহেতু একমাত্র স্বীকৃত এনকোডিং তাই আপনার ওয়েবসাইটটি হবে আন্তর্জাতিক মানের।

৭) বাংলা লেখার জন্য আপনাকে হাজার হাজার টাকা ব্যায় করে সফটওয়্যার কিনতে হবে না, আপনি অভ্র কীবোর্ড অথবা উইন্ডোজ ভিত্তিক কোন ফ্রি বাংলা কীবোর্ড লেআউট ব্যবহার করে বাংলা লিখতে পারবেন।

অসুবিধাঃ

১) আপনার টার্গেট ভিজিটর যে উইন্ডোজ ২০০০ বা এর পরবর্তি এডিশন এর অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করেন সে বিষয়ে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে। (উইন্ডোজ ৯৮, ৯৫, মিলেনিয়াম এডিশনে ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা সাইট দেখা সম্ভব যদি **Microsoft Layer for Unicode** ইন্সটল করা থাকে। মাইক্রোসফট অফিস এবং সর্বশেষ **Internet Explorer** ইন্সটল থাকলে এটিও সাথে ইন্সটল হয়। এটি ভিজিটরের কম্পিউটার এ আছে কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার যেহেতু কোন উপায় নেই, তাই এই অপারেটিং সিস্টেমগুলোর চিন্তা বাতিলের খাতায় রাখা ভাল।)

লিনাক্সে ইউনিকোড এর সাপোর্ট রয়েছে, লিনাক্স ভিত্তিক ভিজিটরদের আপনার সাইট দেখতে সমস্যা হবে না।

২) ভিজিটরের কম্পিউটার বাংলা ভাষা ব্যবহার করার জন্য কনফিগার করার প্রয়োজন হতে পারে, অর্থাৎ কম্পিউটারে **Complex Language Support** ইন্সটল করা থাকতে হবে।

(যেকোন লেভেলের কম্পিউটার ব্যবহারকারীর জন্য ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ। কিভাবে কম্পিউটার বাংলা ভাষা ব্যবহার করার জন্য কনফিগার করতে হয় জানতে চাইলে **Before You Start** শীর্ষক নির্দেশিকাটি দেখুন।

পরামর্শঃ আপনি খুব সহজেই আপনার ভিজিটরকে কম্পিউটারে **Complex Language Support** ইন্সটল করার জন্য উদ্বুদ্ধ পারেন। তাদের জানিয়ে দিন যে একাজটি তাকে মাত্র একবার করতে হবে এবং এর ফলে শুধু আপনার সাইট নয়, যেকোন ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা সাইট তিনি কোন ঝামেলা ছাড়া দেখতে পারবেন (এখানে আপনি কিছু ভালো বাংলা সাইটের ঠিকানাও উল্লেখ করতে পারেন, যেমন - **BBC Bangla** অথবা **Wikipedia**)। আপনার সাইটটি যদি ভিজিটরের জন্য আসলেই জরুরী হয় তবে তিনি আপনার পরামর্শমত কাজ করতে দ্বিধা করবেন না।)

৩) ইউনিকোড ভিত্তিতে বাংলা লেখার পর আপনি যদি ফন্ট এমবেড করতে চান তবে সমস্যায় পড়তে পারেন, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব এমবেড করা ফন্টে ৩০০ এরও অধিক গ্লিফ (**Glyph**) **store** হয়, ফলে আসকি ভিত্তিক এমবেডেড ফন্টের চেয়ে সাইজ বেড়ে যায় অনেকগুণ। এক্ষেত্রে আপনি ডাউনলোড করার জন্য ফন্টটি রাখতে পারেন।

মন্তব্যঃ উইন্ডোজ ৯৮ প্রায় আট বছর আগের অপারেটিং সিস্টেম। পরিসংখ্যান বলে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে এখনও উইন্ডোজ ৯৮ ব্যবহার করছেন এমন সংখ্যা নগন্য। তাই এই মুহূর্তে আমি পরামর্শ দিব ইউনিকোডভিত্তিক বাংলা ওয়েবসাইট তৈরীর। কেননা আর মাত্র ১/২ বছরের মধ্যে আপনাকে বাধ্য হয়েই আপনার আসকি এনকোডিং ভিত্তিক বাংলা সাইটটি ইউনিকোডে রূপান্তর করতে হতে পারে। একটি নতুন ইউনিকোডভিত্তিক সাইট তৈরীর চেয়ে পুরানো একটি আসকি ভিত্তিক সাইট ইউনিকোডে রূপান্তর করা হাজারগুণে কষ্টসাধ্য এবং খরচসাপেক্ষ, এবং সত্যিকার অর্থে এখন পর্যন্ত কোন কার্যকর **converter** নেই। তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে এখনই নিকট ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিন।

ফন্ট এমবেড করা/ ডাইনামিক (Dynamic) ফন্ট ব্যবহার করাঃ

ফন্ট এমবেড করার জন্য আপনাকে **Microsoft Weft 3** (এই ডকুমেন্ট লেখা পর্যন্ত সর্বশেষ এডিশন) ব্যবহার করতে হবে। সফটওয়্যারটি ফ্রি ডাউনলোড করার জন্য অথবা ফন্ট এমবেড করার বিস্তারিত নিয়ম জানার জন্য ভিজিট করুনঃ
http://www.microsoft.com/typography/WEFT.mspx

সুবিধাঃ

১) ভিজিটরের কম্পিউটারে আপনার ব্যবহৃত বাংলা ফন্টটি না থাকলেও তিনি আপনার সাইটটি দেখতে পাবেন।

অসুবিধাঃ

১) এটি শুধুমাত্র উইন্ডোজ এবং **Internet Explorer** এর জন্য ডেভেলপ করা একটি **Technology**। অন্য ওয়েব ব্রাউজার অথবা অপারেটিং সিস্টেম (যেমন লিনাক্স) ব্যবহারকারীরা এ থেকে সুবিধা পাবেন না।

২) ইউনিকোড ভিত্তিক ওয়েব সাইটের জন্য ফন্ট এমবেডিং করা সম্ভব, তবে এটি তেমন উপযোগী নয়। কেননা এমবেড করা ফন্টের সাইজ বড় হয়ে যায়।

৩) আপনি ফন্ট এমবেড করে শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রদর্শন করতে পারবেন, কিন্তু ওয়েবসাইট থেকে বাংলায় কোন ইনপুট (**Input**) নিতে পারবেন না।

মন্তব্যঃ সাধারণভাবে ফন্ট এমবেড না করাই ভাল, এতে করে ভিজিটর কোন ব্রাউজার ব্যবহার করছেন এই চিন্তা থেকে আপনি মুক্ত হতে পারবেন। এছাড়া আপনার পেজগুলোও দ্রুত লোড হবে।

ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা সাইটে যেহেতু আপনার ব্যবহার করা ফন্টের বদলে অন্য ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা ফন্ট ইন্সটল করা থাকলেও ভিজিটর আপনার সাইট পুরোপুরি ঠিকভাবে দেখতে পাবেন, এজন্য আমার মতে ফন্ট এমবেডিং এর বদলে ফন্ট ডাউনলোড করার ব্যবস্থা রাখা উচিত, তাহলে যাদের কম্পিউটারে কোন ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা ফন্টই ইন্সটল নেই শুধু তাদের ফন্ট ডাউনলোড করার প্রয়োজন হবে।

উপসংহার:

কতগুলো বড় প্রতিষ্ঠানের বাংলা সাইট দেখুন-

Google - http://www.google.com.bd
BBC Bangla - http://www.bbc.co.uk/bengali/
Wikipedia Bangla - http:// bn.wikipedia.org
Ankur Bangla Literature Archive:
http://www.stat.wisc.edu/~deepayan/Bengali/WebPage/bengali.html

এরা সবাই তাদের বাংলা সাইট তৈরীর জন্য ইউনিকোডকে বেছে নিয়েছেন এবং কোনরকম ফন্ট এমবেড করেননি। অনুসরণ করার জন্য এরা ভালো দৃষ্টান্ত হতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ ওমর ওসমান, **CEO, CSA,** বাঙালীয়ানা। **http://www.banglavista.com/**

যদি আপনার কোন প্রশ্নের জবাব এইখানে খুঁজে না পান তবে যে কোন সময় **OmicronLab Online Forum** এ জিজ্ঞেস করতে পারেন। ঠিকানাঃ **http://www.omicronlab.com/forum**